FQH = 12

অযুর ফরয

১. সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।

২.দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা।

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

অযুর এই চার ফরয; সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখ মন্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে। আর দুই পা টাখনুসহ ধৌত করবে।" সূরা মায়েদা; ৬

১. সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।

মুখমন্ডলের পরিসীমা: মাথার অগ্রভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুক এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

২.দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

হাতের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও ধৌত করা ফরয

- ❑ অতিরিক্ত আঙ্গুল ধৌত করা [যদি থাকে]
- ❑ নখ লম্বা হলে নখের নিচে পানি পৌছানো।
- ❑ আংটি নিচের চামড়া পর্যন্ত।

৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قِطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مُقدَّم رأسه ولم ينقض العمامة

“আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে উযু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় কিত্‌রী পাগড়ী ছিল। তিনি পাগড়ীর বাঁধন না ভেঙ্গে তাঁর হাত পাগড়ীর নীচে ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করলেন।” সহীহ বুখারী-৫২৯/ আবু দাউদ; ১৪৭

মাথা মাসেহ সংক্রান্ত

- কমপক্ষে তিন আঙ্গুল ব্যবহার করা।
- মাথার উপরের সীমানার চুলের উপর মাসেহ করা।
- মাসেহ এর পরিবর্তে মাথায় পানি ঢেলে দিলে মাকরুহের সাথে মাসেহ আদায় হয়ে যাবে।
- মাথায় মেহেদী বা অন্য কিছুর রংঙের সাথে পানি মিশলে তা সাধারণ পানি এর যোগ্যতা হারিয়ে বসবে এবং মাসেহ আদায় হবে না।

৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা।

পদযুগল ধোয়ার সময় গোড়ালির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। যেন তা ভালোভাবে ধোয়া হয়।
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

"ধ্বংস! গোড়ালিগুলোর জন্যে তা জাহান্নামের আগুনে বিদগ্ধ হবে।"

বিবিধ

- হাত-পা কর্তিত বা না থাকলে এই বিধান রহিত হয়ে যাবে।
- অযুর অঙ্গসমূহ তৈলাক্ততার ফলে পানিকে গ্রহণ না করলেও জায়েয।
- এক্সিডেন্টের ফলে অঙ্গ বিদীর্ণ হলে সম্ভব হলে পানি প্রবাহিত করা, অন্যথায় মাসেহ করা । আর তাতেও অপারগ হলে হুকুম রহিতহয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত

গোসলের অযু দিয়ে সালাত পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি সম্ভব। এ জন্য নতুন অযু করতে হবে না।

‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلم يَغْتَسِلُ، وَيُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ، وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ

“রাসূলুল্লাহ সা. গোসল সেরে দু রাকআত সুন্নাত ও ফজরের ফরয সালাত পড়তেন। কিন্তু তিনি গোসলের পর নতুন করে অযু করতেন না।” আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫০

অযুর পূর্বের কিছু সুন্নাহ

- অযুর পূর্বে ইস্তেঞ্জা (পেশাব-পায়খানা) সম্পন্ন করা।
- অযুর নিয়ত করা।

إنما الأعمال بالنيات

"প্রত্যেকটি আমল (কর্ম) নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" বুখারী: ১

- বিসমিল্লাহ বলা। (অন্য মাজহাবে এটি ওয়াজিব)।
- মিসওয়াক করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء

"আমার উম্মতের যদি কষ্ট না হতো, তাহলে আমি প্রতি নামাজের সময় তাদের মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম।" বুখারী-27

বি.দ্র: মেসওয়াকের অনুপস্থিতিতে হাতের আংগুল দিয়ে হলেও মেসওয়াক করবে।

হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনি মেসওয়াকের বিষয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন, এটার পরিবর্তে অন্য কোন কিছু আছে কী? নবীজী সা. বললেন,

"তুমি তোমার হাতের আঙ্গুলকে মেসওয়াক বানাও; এবং তা দিয়ে দাতঁসমূহ পরিস্কার করো।" বায়হাকী

অযুর মধ্যের কিছু সুন্নাহ

- ডান দিক হতে ধৌত শুরু করা। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وتَنَعُّلِهِ

"রাসূলুল্লাহ সা. জুতা পরা, চিরুনি করা, ওজু করা এবং প্রত্যেক সম্মানজনক কাজ ডান থেকে করতে পছন্দ করতেন।" বুখারি ও মুসলিম

- কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করা। উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوَضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر.

তিনি ওযূর পানি চাইলেন। এরপর তিনি ওযূ করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি [উসমান (রাঃ)] তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। মুসলিম 1/3

- কুলি করা (ডান হাত দিয়ে)।
- নাকে পানি দেওয়া (বাম হাত নাকে প্রবেশ করিয়ে)।
- নাক ঝেড়ে ফেলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ"

"তোমরা যখন ওযু করবে তখন উভয় নাকের ছিদ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।" মুসলিম-৪৪৯

অযুর মধ্যের আরো কিছু সুন্নাহ

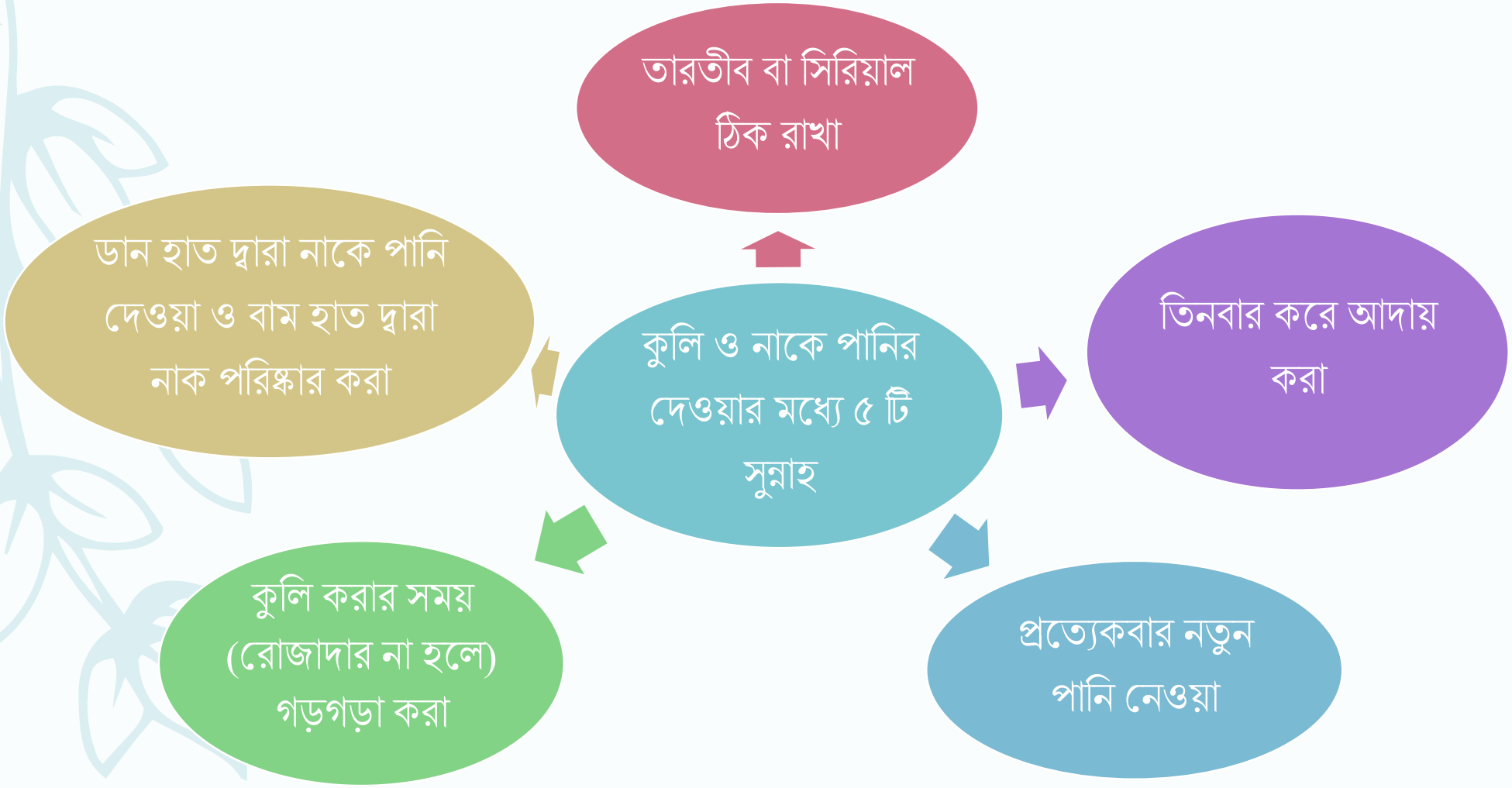

❑ দাঁড়ি-হাত-পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা।আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ.

“রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন উযু করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহও দু’বার খিলাল করতেন।” তিরমিযী-৩১

❑ পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা (নতুন পানি দ্বার হাত ভিজিয়ে) উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উযু করতে দেখলাম এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।” আবূ দাউদ ১০৮

❑ কান এবং কানের ছিদ্রপথ মাসেহ করা; (উভয় কান একসাথে, নতুন পানি নিয়ে)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উভয় কান মাসেহ করেন। তিনি তাঁর তর্জনীদ্বয় তাঁর দু’কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় দু’কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দু’কানের ভেতরের ও বাইরের অংশ মাসেহ করেন।” তিরমিযী-৩৬

- প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার করে ধৌত করা। শাকীক বিন সালামাহ থেকে বর্ণিত,

رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَيَقُولاَنِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم

‘আমি উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) কে তিনবার করে উযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করতে দেখেছি এবং তারা দু’জন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উযু এরূপই ছিল।’’ তিরমিযী ৪৪, আবূ দাঊদ ১১১

- অযুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
- লাগাতার ধৌত করা। দীর্ঘ পরিমাণ থেমে থাকা থেকে বিরত থাকা।